Vernacular Text-Book Prescribed By The Calcutta University For The Matriculation Examination.

শকুন্তলা।

(With notes, introduction and life of the author, late Pundit Iswar Chandra Vidyasagar.)

EDITED BY

S. BASU,

PUBLISHED BY

THE ORIENTAL PUBLISHING HOME,

CALCUTTA.

1907.

Ans 8.

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূলগ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট, কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের এইরূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া মনে মনে কত শত বার আমাকে তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। অতএব পাঠকবর্গ! বিনীতবচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।

কলিকাতা। সংস্কৃতকলেজ,
২৫এ অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯১১। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার রচিত ভাষার পরিচয়।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর বা ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। বাল্যকালে তিনি নিজগ্রামস্থ পাঠশালায় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তিনবৎসর শিক্ষালাভ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পড়াইবার নিমিত্ত কলিকাতা আনয়ন করিয়া ১লা জুন তারিখে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হন। পাঠ সমাপন করিবার অব্যবহিত পরে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্টউইলিয়ম কলেজের "প্রধান পণ্ডিত" পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজে কার্য্যকালে ইংরাজের সহিত সম্পর্ক নিবন্ধন তাঁহার ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয়; সুতরাং তিনি উক্ত ভাষাদ্বয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম ইংরাজী শিক্ষক ডাক্তার নীলমাধব

মুখোপাধ্যায়। তাঁহার নিকট কিছুদিন শিক্ষা করিয়া তিনি হিন্দুকলেজের অন্যতম ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইহাতেও তাঁহার বলবতী জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত না হওয়াতে শোভাবাজার রাজবাটীস্থ সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন আনন্দকৃষ্ণ বসুর নিকট তিনি সেক্সপীয়রের গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করেন। শোভাবাজার রাজবাটীতেই "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বলরত্ন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের "আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী" পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যকালে প্রথমে হিন্দুকলেজের "প্রিন্সিপাল্" কার সাহেবের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে, পরে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন "সেক্রেটরী" রসময় দত্তের সহিত শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হওয়াতে তিনি পদপরিত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে স্বনামখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের "হেডরাইটার" পদ পরিত্যাগ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উহা লাভ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের "সাহিত্যাধ্যাপক" নিযুক্ত হন এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উক্ত কলেজের "প্রিন্সিপাল্" পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি উক্ত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করেন। তিনিই প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ও সহজে সংস্কৃত শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় উক্ত কলেজে শূদ্রছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলা সমূহে স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শনার্থ "ইন্সপেক্টরের" পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার যত্নে "কলিকাতা নর্ম্মাল" স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উহার অন্যতম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইলে তিনি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই। এই সময় তিনি তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর হ্যালিডে সাহেবের আদেশ অনুযায়ী বঙ্গদেশের বহুস্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করান। তাঁহারই সাহায্যে বেথুন সাহেব বর্ত্তমান "বেথুনকলেজ" স্থাপন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাৎকালিক শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ পরিত্যাগ করেন। ছোটলাট বাহাদুরের অনুরোধ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে তিনি

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া "সংস্কৃতযন্ত্র" নামক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক হওয়ায় ইহার এবং এতৎ সংলগ্ন "সংস্কৃত ডিপজিটরীর" প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সুতরাং ইহাদের উন্নতিসাধনে যত্নবান হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি "মেট্রপলিটন্ ইন্ষ্টিটিউসন্" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজটীকে ইংরাজপরিচালিত কলেজগুলির আদর্শে গঠন করিবার জন্ত তাঁহার অনেক অর্থব্যয় হয়। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" সর্ব্বপ্রথম দেশীয়-পরিচালিত কলেজ হইতে উচ্চপরীক্ষা দেওয়ার অধিকার প্রদান করেন। ঈশ্বরচন্দ্রই এদেশে সুলভে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করার মূলীভূত কারণ। তাঁহার অধ্যবসায় এবং উদ্যম না থাকিলে বঙ্গদেশে শিক্ষার এত প্রসার হইত না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্ত্তি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন। যে সময়ে বঙ্গভাষা একদিকে ইংরাজী গদ্যের অন্ধ অনুকরণে জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতেছিল এবং অপর দিকে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ প্রবর্ত্তিত বিপুল সমাসযুক্ত দুরূহ শব্দসংযোগে ভারাক্রান্ত হইতেছিল, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ মধুর ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করিয়া এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দেন। এই সময় হইতেই বঙ্গভাষা ক্রমশঃ উন্নতির

পথে ধাবিত হইতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বঙ্গভাষা যে কত ঋণী তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; তাঁহারই রচিত পুস্তকগুলির দ্বারা আমাদিগের ভাষা যে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত ভাষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ সুকবি ও সাহিত্যানুরাগী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"বাংলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন:—

বাঙ্গালা ঃ—

বাসুদেব চরিত (শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে রচিত)। ইহাই তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ।

বেতাল পঞ্চবিংশতি (হিন্দি "বৈতাল-পঁচ্চিসী" গ্রন্থের অনুবাদ, ১৮৪৭)।

বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (মার্শম্যানের "History of Bengal" পুস্তকের অনুবাদ, ১৮৪৯)।

জীবনচরিত, ১৮৪৯।

বোধোদয় (চেম্বারের "Rudiments of Knowledge" পুস্তকের অনুবাদ, ১৮৫১)।

শকুন্তলা (কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তল" পুস্তক অবলম্বনে রচিত, ১৮৫৪)।

বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, ১৮৫৫।

চরিতাবলী ও সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব, ১৮৫৬।

কথামালা ("Æsop's Fables" পুস্তকের অনুবাদ)।

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, ১৮৬০।

সীতার বনবাস ("রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ও ভবভূতির উত্তর চরিত" অবলম্বনে রচিত, ১৮৬১)।

আখ্যানমঞ্জরী ১ম (১৮৬৪) ও ২য় ভাগ।

বিধবা-বিবাহ বিচার ১ম ও ২য় (১৮৫৫)।

বহু-বিবাহ বিচার ১ম (১৮৭১) ও ২য় ভাগ (১৮৭২)।

ভ্রান্তিবিলাস (সেক্সপীয়রের "Comedy of Errors" পুস্তকের অনুবাদ, ১৮৬৯)।

সংস্কৃত ঃ—

উপক্রমণিকা, ১৮৫১।

ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ও ২য় (১৮৫৩), ৩য় (১৮৫৪), এবং ৪র্থ ভাগ (১৮৬২)।

ঋজুপাঠ ১ম (১৮৫১),২য় (১৮৫২), ও ৩য় ভাগ (১৮৫৩)।

ভবভূতির "উত্তরচরিত" (টীকা সহিত)।

কালিদাসের "মেঘদূত (১৮৬৯) ও অভিজ্ঞান শকুন্তলা" (১৮৭১) (টীকাসহিত)।

ইংরাজী ঃ—

Poetical Selections.

Selections from Goldsmiths.

উপরিউক্ত পুস্তক সমূহের কতকগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থে তাঁহার অদ্ভুত অনুবাদশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কিরূপে বিদেশী ভাবকে স্বদেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন তাহা তাঁহার "ভ্রান্তিবিলাস" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনিই বিশুদ্ধ অনুবাদ বিষয়ে সকলের পথ প্রদর্শক।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ "শকুন্তলা" কবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" অনুবাদ হইলেও ইহার ভাষা "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মধুর। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও কোনও স্থলে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থানেই ভাবানুবাদ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন।

তিনি সহজে সংস্কৃত শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সংস্কৃত পুস্তকগুলি রচনা করেন। পূর্ব্বে ব্যাকরণরূপ সমুদ্র পার হইয়া সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করা অতি দুরূহ ছিল। তাঁহার গ্রন্থগুলি এই দুস্তর সাগরের তরণী স্বরূপ হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "দয়ারসাগর" আখ্যাদিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং দুঃখ মোচনের উপায় না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি কতশত দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছেন তাহার গণনা করা যায় না। তিনি বঙ্গদেশস্থ বিধবাগণের ক্লেশ মোচনার্থ সংস্কার প্রয়াসী হইয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অনেক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা "বিধবাবিবাহ বৈধ" এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লন। বিধবা-বিবাহ কল্পে তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া ঋণী হইয়া পড়েন। দানে বিদ্যাসাগর মহাশয় "দাতাকর্ণ" ছিলেন। তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে

কত লোককে কতপ্রকারে দান করিতেন তাহা কেহই জানিতে পারিত না। কবি মধুসূদন তাঁহারই অর্থ সাহায্যে বিলাত হইতে প্রত্যাগত ও ঋণমুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় নির্ভীক, তেজস্বী, আত্মনির্ভর, স্বাধীনতাপ্রিয় ও নির্ম্মল-চরিত্রের লোক অতি বিরল। তিনি একজন মহাত্মা, ক্ষণজন্মা, কর্ম্মবীর পুরুষ ছিলেন। কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যখন সাঁওতাল পরগণাস্থ কর্ম্মটাড়ে নির্জ্জনে বাস করিতেন তখনও তিনি অসভ্য সাঁওতালদিগকে শিক্ষাপ্রদান ও আহার্য্য বিতরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; বিদেশী পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে চটীজুতা ও সাদা থানধুতি পরিধান করিতেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই বা ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে অনাথা করিয়া এবং বঙ্গবাসিগণকে শোকাকুল করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বঙ্গদেশের অস্তিত্ব থাকিতে অন্তর্হিত হইবে না।

শকুন্তলা।

প্রথম অঙ্ক[১]।

অতি পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে দুষ্যন্ত নামে এক সম্রাট্ ছিলেন। তিনি, একদা বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক দিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, রাজার অভিসন্ধি[২] বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে অতি দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ চালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শর নিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ,[৩] বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা,

---

১। নাটকের পরিচ্ছেদ বা সর্গ।

২। অভিপ্রায়।

৩। ঋষিগণের আশ্রমে পালিত হরিণ :

তপস্বীর নাম শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত[১] করিয়া রথের বেগ সংবরণ[২] কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে। অতএব শরাসনে যে শর সন্ধান[৩] করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার[৪] করুন। আপনকার অস্ত্র আর্ত্তের[৫] পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।

রাজা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শর প্রতিসংহার করিয়া প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা দীর্ঘায়ুরস্তু[৬] বলিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে। প্রার্থনা করি আপনকার পুত্রলাভ হউক, এবং সেই পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন। রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

অনন্তর তাপসেরা কহিলেন মহারাজ! ঐ মালিনী

১। রুদ্ধ। ২। বেগ নিবারণ।
৩। যোজনা। ৪। প্রত্যাকর্ষণ।
৫। বিপন্নের। ৬। দীর্ঘজীবী হউন

নদীতীরে আমাদিগের গুরু মহর্ষি কণ্বের[১] আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন। আর, তপস্বীরা কেমন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন দেখিয়া, বুঝিতে পারিবেন আপনকার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই; এই মাত্র, স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার প্রদান করিয়া তাহার দুর্দ্দৈবশান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থে[২] প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন মহর্ষি আশ্রমে নাই তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বে তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন সূত![৩] রথচালন কর, তপোবনদর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি ভূপতির আদেশ পাইয়া পুনর্ব্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়দ্দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কহিলেন

১। মুনি বিশেষ; পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র। ইনি কণ্ব-গোত্রীয়গণের আদি ও শুক্লযজুর্বেদী ছিলেন এবং যজুর্বেদীয় কণ্বশাখা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

২। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশস্থ পুণ্যস্থান "প্রভাসতীর্থ"।

৩। সারথি।

সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার[১] সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদী-ফল[২] ভাঙ্গিয়াছিলেন সেই সকল উপলখণ্ড[৩] তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ! কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল নিঃশঙ্ক চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয় ধূম সমাগমে নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।

রাজা কিঞ্চিৎ গমন করিয়া সারথিকে কহিলেন সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; এই স্থানেই রথ স্থাপন কর আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন সূত! তপোবনে বিনীত বেশে[৪] প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব শরাসন ও সমুদয় আভরণ[৫] রাখ। এই বলিয়া রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং কহিলেন অশ্বগণের আজি অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, আশ্রমবাসীদিগকে দর্শন

১। উড়িধান্য।

২। ফল বিশেষ; পূর্ব্বকালে ঋষিরা এই ফলের তৈল ব্যবহার করিতেন। ৩। প্রস্তরখণ্ড।

৪। অস্ত্র ও আভরণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নম্র বেশে।

৫। অলঙ্কার; ভূষণ।

করিয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে তাহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দ হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই আশ্রমপদ[১] শান্তরসাস্পদ[২], অথচ আমার দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে "প্রিয় সখি! এ দিকে এ দিকে" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার[৩] দক্ষিণাংশে যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে; কি বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন তিনটি অল্পবয়স্কা তপস্বিকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে[৪] জলসেচন করিতে আসিতেছে।

১। তপোবন। ২। শম প্রধান স্থান; যেখানে সুখ, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতির ইচ্ছা থাকে না।

৩। নিকুঞ্জ।

৪। বৃক্ষমূলে জল সেচন করিবার নিমিত্ত বেষ্টনাকার সেতু বিশিষ্ট খাত।

রাজা, তাহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজি উদ্যানলতা[১] সৌন্দর্য্যগুণে বনলতার[২] নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাম্নী দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাভে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, পিতা কণ্ব তোমা অপেক্ষাও আশ্রমপাদপদিগকে[৩] ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা,[৪] তথাপি তোমাকে আলবাল-জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিলেন সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে আসিয়াছি এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয় তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে, যাহাদের কুসুমের

১। উদ্যানে স্থিতা লতা, (এখানে) রাজঅন্তঃপুরবাসিনী রমণী।

২। বনে স্বভাবতই যে লতা জন্মে, (এখানে) আশ্রমবাসিনী তপস্বিকন্যা।

৩। আশ্রম বৃক্ষদিগকে। ৪। নবমল্লিকা ফুলের মত নরম।

সময় অতীত হইয়াছে, এস, তাহাদিগকেও সেচন করি। এই বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই সমস্ত বৃক্ষে জল সেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা, দেখিয়া শুনিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক, এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন! অথবা, যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবলযোগেও অধিক শোভা পায়, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্কসম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বল্কল পরিধান করিয়াও যার পর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসুন্দর তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে!

শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে সহকারতরুর[১] নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছে। অতএব আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া সেই সহকারতরুতলে গিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন সখি! ঐখানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে যেন সহকার-

---

১। আম্র বৃক্ষের।

তরু অতিমুক্তলতার[১] সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা, শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন সখি! এই নিমিত্তই তোমাকে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব[২]; বাহুযুগল কোমল বিটপশোভা[৩] ধারণ করিয়াছে; আর নব যৌবন, বিকসিত কুসুম রাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ সে স্বয়ংবরা হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, সখি অনসূয়ে! দেখ ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত! নবমালিকা বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে, আর সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন অনসূয়ে! কি নিমিত্ত শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি! জানি না, কি

১। মাধবীলতার। ২। নবপল্লব শোভার আবির্ভাব—ঈষৎ রক্তবর্ণ।
৩। পল্লবশোভা।

বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন এই মনে করিয়া, যে যেমন বনতোষিণী সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেমনই আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন ইটি তোমার আপনার মনের কথা।

শকুন্তলা, এই বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন সখি! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত, মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! আমিও তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন এ তোমার মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাহি না। প্রিয়ংবদা কহিলেন না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি তাই কহিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন প্রিয়ংবদে! এই নিমিত্তই শকুন্তলা মাধবীলতাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করে বটে! শকুন্তলা কহিলেন সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সাদর মনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া, শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচন আরম্ভ করিলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান

করিতেছিল; জলসেক করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম ভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লব সঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া অধর সমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা, একান্ত অধীরা হইয়া, কহিতে লাগিলেন সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি; দুষ্যন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে ভ্রমর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, শকুন্তলা কহিলেন দেখ, এই দুর্বৃত্ত কোন মতে নিবৃত্ত হইতেছে না; আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন কি আপদ! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন প্রিয়সখি! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, দুষ্যন্তকে স্মরণ কর; তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি করি; অথবা অতিথি ভাবে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান

করি। এই স্থির করিয়া সত্বর গমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন পুরুবংশোদ্ভব[১] দুষ্মন্ত দুর্ব্বৃত্তদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য, মুগ্ধস্বভাবা[২] তপস্বিকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট[৩] ব্যবহার করে।

তপস্বিকন্যারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, প্রথমতঃ কিছু ব্যস্ত সমস্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরেই, অনসূয়া কহিলেন, না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্ট ঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক দুষ্ট মধুকর আমাদিগের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অতিশয় আকুল করিয়াছিল; তাহাতেই ইনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন কেমন, তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে? শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তরপ্রদানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন হাঁ মহাশয়! তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে অতিথিবিশেষ লাভ দ্বারা সবিশেষ বৃদ্ধি হইল। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! যাও যাও, শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া আইস; জল আনিবার

১। পুরু—যযাতি রাজার কনিষ্ঠ পুত্র; ইনি শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্যের অধিকারী হন। ইনিই কুরু-পাণ্ডবগণের আদি পুরুষ।

২ সরল চরিত্রা। ৩। অভদ্র।

প্রয়োজন নাই, এই ঘটে যে জল আছে তাহাতেই পাদ-প্রক্ষালন সম্পন্ন হইবেক। রাজা কহিলেন, না না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না; মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই আতিথ্য করা হইয়াছে। তখন অনসূয়া কহিলেন মহাশয়! তবে এই সুশীতল সপ্তপর্ণ বেদীতে[১] উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, মুহূর্ত্ত বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা উচিত; এস আমরাও বসি। অনন্তর সকলেই উপবেশন করিলেন।

এই রূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ[২] বিকার উপস্থিত হইতেছে? এই বলিয়া, তাঁহার নাম ধাম জাতি ব্যবসায়াদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকা হইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন তোমাদিগের সমান রূপ,সমান বয়স,সমান ব্যবসায়; সেই নিমিত্ত তোমাদিগের সৌহৃদ্য অতি রমণীয় হইয়াছে। প্রিয়ংবদা রাজার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন সখি! এ ব্যক্তি কে? দেখছ, কেমন চতুর, কেমন গম্ভীরাকৃতি ও

১। ছাতিম বৃক্ষের নিম্নস্থিত বেদী।

২। যাহা তপোবনবাসীগণের হওয়া উচিত নহে, (এখানে) অনুরাগ লক্ষণ।

কেমন প্রভাবশালী! মধুর আলাপ দ্বারা যেন চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রতীতি[১] জন্মাইতেছেন। অনসূয়া কহিলেন সখি! আমারও এবিষয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনকার মধুর আলাপ শ্রবণে সাহসী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তই বা, এরূপ সুকুমার হইয়াও, তপোবনদর্শনপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন? শকুন্তলা শুনিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া, কহিলেন হৃদয়! এত উতলা হও কেন? তুমি যে জন্যে ব্যাকুল হইতেছিলে, অনসূয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কিরূপে আত্মপরিচয় দি, যথার্থ পরিচয় দিলে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই বলিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন ঋষিতনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্ম্মাধিকারে[২] নিযুক্ত; পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য; মহাশয়ের সমাগমে অদ্য তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কিন্তু পরস্পর সন্দর্শনে,

---

১। জ্ঞান। ২। বিচারপতির কার্য্যে।

রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই মন চঞ্চল হইল এবং উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! যদি আজ পিতা আশ্রমে থাকিতেন, জীবিতসর্ব্বস্ব দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুন্তলা শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া, কহিলেন তোমরা কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিতেছ; আমি তোমাদের কথা শুনিব না।

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি তোমাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি। তাঁহারা কহিলেন মহাশয়! আপনকার এ অভ্যর্থনা[১] অনুগ্রহ বিশেষ; যাহা ইচ্ছা হয় অসঙ্কুচিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন মহর্ষি কণ্ব জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি কৌমারব্রহ্মচারী,[২] ধর্ম্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত। অথচ তোমাদের সখী তাঁহার কন্যা, ইহা কিরূপে সম্ভবে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া অনসূয়া কহিলেন মহাশয়!

১। প্রার্থনা। ২। অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বী

আমরা প্রিয়সখীর জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি শ্রবণ করুন। শুনিয়া থাকিবেন বিশ্বামিত্র[১] নামে এক অতি প্রভাবশালী রাজর্ষি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে গোমতী তীরে অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবতারা, তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত্ত, মেনকানাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মায়াজাল বিস্তার করিলে, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা আমাদের সখীর জনক জননী। নির্দ্দয়া মেনকা সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের সখী সেই বিজন বনে অনাথা পড়িয়া রহিলেন। এক পক্ষী, কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে স্নেহরসপরবশ হইয়া, পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে পিতা কণ্ব পর্য্যটন ক্রমে সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনয়ন করিয়া, স্বীয় তনয়ার ন্যায় পালন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রথমে শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

১। মুনিবিশেষ: গাধিরাজপুত্র, ইনি ক্ষত্রিয় হইয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন হাঁ সম্ভব বটে; নতুবা মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে কখন জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে বোধ হইতেছে যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন। শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ; তোমাদের সখীর বিষয়ে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন এত বিচার করিতেছেন কেন? যাহা ইচ্ছা হয় অসঙ্কুচিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে তাবৎ পর্য্যন্তমাত্র, তাপসব্রত সেবা করিবেন, অথবা যাবজ্জীবন হরিণীগণের সহবাসেই কালযাপন করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন তাত কণ্ব সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন তবে আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভব নহে। হৃদয়! আশ্বাসিত হও, এক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে; যাহাকে অগ্নি আশঙ্কা করিতেছিলে তাহা স্পর্শশীতল রত্ন হইল।

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন অনসূয়ে! আমি চলিলাম, আর আমি এখানে থাকিব না। অনসূয়া কহিলেন সখি কি নিমিত্তে? শকুন্তলা বলিলেন দেখ, প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে তাই কহিতেছে; আমি যাইয়া আর্য্যা[১] গোতমীকে[২] কহিয়া দিব। অনসূয়া কহিলেন সখি! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত সৎকার করা হয় নাই। বিশেষতঃ আজি তোমার উপরে অতিথিসৎকারের ভার আছে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে আটকাইয়া কহিলেন সখি! তুমি যাইতে পাইবে না। আমার দুই কলসী জল ধার; আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব। এই বলিয়া শকুন্তলাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। রাজা কহিলেন তাপসকন্যে! তোমার সখী বৃক্ষসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, আর উঁহাকে পল্বল[৩] হইতে জল আনাইয়া অধিক ক্লান্ত করা উচিত হয় না। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্তা করিতেছি। এই বলিয়া, অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া, জলকলসের মূল্যস্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, অঙ্গুরীয়মুদ্রিত নামাক্ষর পাঠ করিয়া

১। পূজনীয়া। ২। গোতমী বা গৌতমী।
৩। ক্ষুদ্র জলাশয়।

বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীয়ে যে দুষ্যন্তনাম মুদ্রিত ছিল, প্রদান কালে রাজার তাহা স্মরণ ছিল না। এক্ষণে আত্মপ্রকাশ সম্ভাবনা দেখিয়া, সাবধান হইয়া কহিলেন মুদ্রিত নাম দেখিয়া তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ[১], রাজা আমাকে, প্রসাদচিহ্নস্বরূপ,[২] এই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন। প্রিয়ংবদা রাজার ছল বুঝিতে পারিয়া কহিলেন মহাশয়! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলী-বিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে; আপনকার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্তা হইলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন সখি শকুন্তলে! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ, তোমাকে ঋণমুক্তা করিলেন; এক্ষণে ইচ্ছা হয় যাও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে। অনন্তর প্রিয়ংবদাকে কহিলেন আমি যাই না যাই তোমার কি?

রাজা, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন আমি ইহার প্রতি যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, আর সন্দেহের বিষয় কি? কারণ আমার সহিত কথা কহিতেছে না, অথচ আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে

১। রাজকর্ম্মচারী। ২। অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ.

অনন্যচিত্তা হইয়া স্থিরকর্ণে শ্রবণ করে ; নয়নে নয়নে সঙ্গতি[১] হইলে, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লয়, অথচ অন্যদিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকে না। অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার না হইলে এরূপ ভাব হয় না।

রাজার ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে, এমন সময়ে সহসা অনতিদূরে কোলাহল হইতে লাগিল এবং কেহ কহিতে লাগিল "হে তপস্বীগণ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া, তপোবন-সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা তপোবনস্থ প্রাণি-সমূহের রক্ষণার্থে সত্বর ও যত্নবান হও। বিশেষতঃ, এক আরণ্য গজ,[২] রাজার রথদর্শনে শঙ্কিত হইয়া, তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ, ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে।"

তাপসকন্যারা শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। রাজা, বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি আপদ্! অনুযায়ী[৩] লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, তপোবনের পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সত্বর গিয়া নিবারণ করিতে হইল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন মহারাজ! আরণ্য গজের কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি; অনুমতি করুন কুটীরে যাই। রাজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনপীড়া-

১। মিলিত। ২। হস্তী। ৩। অনুগামী।

পরীহারের[১] চেষ্টা পাই। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন মহারাজ! যেন পুনরায় আমরা আপনকার দর্শন পাই। আপনকার সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই, এজন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন না, না, তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সৎকারলাভ[২] হইয়াছে।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পা গমন করিয়া, ছল ক্রমে কহিলেন অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা আমার পদতল ক্ষত হইয়াছে, আমি শীঘ্র চলিতে পারি না; আর আমার বল্কল কুরবকশাখায় লাগিয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া, বল্কল-মোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন শকুন্তলাকে দেখিয়া আর আমার নগর গমনে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অতএব তপোবনের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশন করি। কি আশ্চর্য্য! আমি আমার মনকে কোন মতেই শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।

১। তপোবনের ক্লেশ মোচনের।

২। সমাদর লাভ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজা মৃগয়ায় আগমনকালে স্বীয় প্রিয়বয়স্য মাধব্যনামক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কালযাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ হইলে তাহাদের একান্ত অসহ্য হয়। মাধব্য রাজধানীতে অশেষ সুখ-সম্ভোগে কালযাপন করিতেন। অরণ্যে সে সকল সুখভোগের সম্পর্ক ছিল না; প্রত্যুত,[১] সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এক দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎ-পরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই মৃগয়াশীল[২] রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ গেল। প্রতি-দিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয় এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দূল,[৩] এই করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও নদনদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে, অত্যন্ত কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস

১। বরং। ২। মৃগয়াসক্ত। ৩। ব্যাঘ্র।

বারিই পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত[১] সময়েই আহার করিতে হয়। আহারসামগ্রীর মধ্যে শূল্য[২] মাংসই অধিকাংশ; তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপ পাক করা হয় না। আর, প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু ব্যাধগণের বনগমনকোলাহলে অতি প্রত্যুষেই নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়া যায়। ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, তিনি, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলানাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, এক বারও চক্ষু মুদ্রিত করি নাই।

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজা মৃগয়ার বেশ করিয়া মৃগয়াকালীন সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকেই আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকি; তাহা হইলেও যদি আজি বিশ্রাম করিতে

১। অনিশ্চিত। ২। দগ্ধ।

পাই। এই বলিয়া ভগ্নশরীরের ন্যায় একান্ত বিকল হইয়া রহিলেন; পরে রাজা সন্নিহিত হইবামাত্র, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য! আমার সর্ব্ব শরীর অবস হইয়া আছে, হস্ত প্রসারণ করি এমন ক্ষমতা নাই; অতএব কেবল বাক্য দ্বারাই আশীর্ব্বাদ করি।

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন কেন হইল কি আবার; স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়া অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ! রাজা কহিলেন বয়স্য! বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। মাধব্য কহিলেন নদীতীরবর্ত্তী বেতস যে কুব্জভাব অবলম্বন করে সে কি স্বেচ্ছা বশতঃ সেইরূপ করে, অথবা নদী-বেগপ্রভাবে? রাজা কহিলেন নদীবেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের। রাজা কহিলেন সে কেমন? মাধব্য কহিলেন আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনচরের[১] ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান; সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে মৃগের অন্বেষণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ[২] সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া রহিয়াছে।

১। ব্যাধের। ২। শিরা।

অতএব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি অন্ততঃ এক দিনের মত আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও।

রাজা মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ ত এইরূপ কহিতেছে ; আমারও শকুন্তলাদর্শন-দিবসাবধি মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি ; কিন্তু মৃগের উপর নিক্ষেপ করিতে পারি না ; তাহাদিগের মুগ্ধ[১] নয়ন অবলোকন করিলে, শকুন্তলার অলৌকিকবিভ্রমবিলাসশালী[২] নয়ন-যুগল মনে পড়ে। মাধব্য রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ইনি ত আর কিছু মনে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন না হে না, আমি অন্য কিছু ভাবিতেছি না ; সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনায় অদ্য মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব্য, শ্রবণমাত্র যার পর নাই আনন্দিত হইয়া, চিরজীবী হও বলিয়া, চলিয়া যাইবার উদ্যম করিলেন। রাজা কহিলেন বয়স্য ! যেও না, আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য, কি কথা বল, বলিয়া শ্রবণোন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন বয়স্য ! কোন অনায়াসাসাধ্য[৩] কর্ম্মে আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন বুঝিয়াছি,

---

১। মঞ্জুল ; সুন্দর। ২। লোকাতীত শোভাযুক্ত।
৩। যাহা সহজে সম্পন্ন করা যায় না।

আর বলিতে হইবে না, মিষ্টান্নভক্ষণে; সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটে, অনায়াসেই সহায়তা করিতে পারিব। রাজা কহিলেন না হে না, আমি যা বলিব। এই বলিয়া, দৌবারিককে[১] আহ্বান করিয়া, রাজা সেনাপতিকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন।

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন মহারাজ! সমুদয় উদ্যোগ হইয়াছে; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ায় চলুন। রাজা কহিলেন আজি মাধব্য, মৃগয়ার দোষকীর্ত্তন করিয়া,আমাকে নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেনাপতি রাজার অগোচরে ইঙ্গিত দ্বারা মাধব্যকে কহিলেন সখে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক; আমি কিয়ৎক্ষণ প্রভুর চিত্তবৃত্তিঅনুবর্ত্তন[২] করি। অনন্তর রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন? ও কখন্ কি না বলে? মৃগয়া অপকারী কি উপকারী মহারাজই বিবেচনা করুন না কেন? দেখুন, প্রথমতঃ স্থূলতা ও জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্ম্মক্ষম হয়; ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তুগণের মনের গতি কিরূপ হয় তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ

১। দ্বাররক্ষককে। ২। অনুবর্ত্তন—অনুগমন।

হইতে থাকে ; আর চলিতলক্ষ্যে শরক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া আইসে ; যদি চলিত লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয় ত তাহা অপেক্ষা ধনুর্দ্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে ? অতএব মহারাজ ! মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে[১] গণ্য করা অতি অবিবেচনার কর্ম্ম। বিবেচনা করুন,এরূপ আমোদ ও এরূপ উপকার আর কিসে আছে ? মাধব্য শুনিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া, কহিলেন অরে নরাধম ! ক্ষান্ত হ, আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না ; উনি আজি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি তুই, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন নরনাসিকা-লোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িবি।

উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ ! আমরা আশ্রমসমীপে আছি, এই নিমিত্ত তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অদ্য মহিষেরা নিপানে[২] অবগাহন করিয়া, নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক ; হরিণগণ, তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া, রোমন্থ অভ্যাস করুক ; বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পল্বলে মুস্তাভক্ষণ[৩] করুক ; আর আমার শরাসনও বিশ্রামলাভ করুক। সেনাপতি কহিলেন মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন তবে যে সকল মৃগয়াসহচর পূর্ব্বে বনপ্রস্থান করিয়াছে

১। ক্রীড়া বলিয়া। ২। জলাশয়ে। ৩। মূল বিশেষ ভক্ষণ।

তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন। আর সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দাও যেন কোন ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

সেনাপতি যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়াসহচরদিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য উভয়ে সন্নিহিত লতামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া শীতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে উভয়ে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বয়স্য ! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই ; যেহেতু, দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন কেন, তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন তা নয় হে, আমি আশ্রমললামভূতা[১] কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে উল্লেখ করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, কহিলেন একি বয়স্য! তপস্বিকন্যায় অভিলাষ! রাজা কহিলেন বয়স্য! পুরুবংশীয়েরা এরূপ দুরাচার নহে যে অনুচিত বস্তুর উপভোগে অভিলাষ করে। তুমি জান না, শকুন্তলা মেনকাগর্ভসম্ভূতা[২] রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা ; তপস্বীর আশ্রমে প্রতিপালিতা হইয়াছে এই মাত্র, বস্তুতঃ তপস্বিকন্যা নহে।

১। আশ্রমের ভূষণ স্বরূপা।

২। মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাতা।

মাধব্য, শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন যেমন, পিণ্ডখর্জ্জুর আহার করিয়া রসনা মিষ্টরসে অভিভূত হইলে, তেঁতুল খাইতে অভিলাষ হয়; সেইরূপ, স্ত্রীরত্নভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজা কহিলেন না বয়স্য! তুমি তাকে দেখ নাই এই নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ। মাধব্য কহিলেন তার সন্দেহ কি; যাহা তোমারও বিস্ময় জন্মাইয়াছে সে বস্তু অবশ্যই রমণীয়। রাজা কহিলেন বয়স্য! অধিক আর কি বলিব তাহার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া পরে জীবন দান করিয়াছেন; অথবা, মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রী সকল সঙ্কলন[১] করিয়া, মনে মনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির যথাস্থানে বিন্যাস করিয়া, মনে মনেই তাহার শরীরনির্ম্মাণ করিয়াছেন; হস্তদ্বারা নির্ম্মাণ করিলে শরীরের সেরূপ কোমলতা ও রূপলাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভব হইত না। ফলতঃ, ভাই রে, সে এক অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! বুঝিলাম শকুন্তলা যাবতীয় রূপবতীদিগের পরাভবস্থান।[২] রাজা কহিলেন তাহার রূপ, অনাঘ্রাত প্রফুল্ল পুষ্প স্বরূপ, নখাঘাতবর্জ্জিত নব পল্লব স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্ন স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বরূপ, জন্মান্তরীণ

১। সংগ্রহ।

২। যাবতীয়…পরাভবস্থান—সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী।

পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল স্বরূপ; জানি না, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্ম্মল রূপের ভোগ আছে।

রাজার মুখে শকুন্তলার এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া, মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তবে শীঘ্র তাহার পাণিগ্রহণ কর; দেখিও, যেন তোমার ভাবিতে চিন্তিতে এরূপ অমূলভরূপনিধান[১] কন্যানিধান কোন অসভ্য তপস্বীর হস্তে পতিত না হয়। রাজা কহিলেন শকুন্তলা নিতান্ত পরাধীনা, বিশেষতঃ কুলপতি[২] কণ্ব এক্ষণে আশ্রমে নাই। মাধব্য কহিলেন ভাল বয়স্য! তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তোমার উপর তাহার অনুরাগ কেমন? রাজা কহিলেন বয়স্য! তপস্বীকন্যারা স্বভাবতঃ অপ্রগলভ-স্বভাবা;[৩] তথাপি তাহার আকার ইঙ্গিতে আমার প্রতি তাহার অনুরাগের স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে। যতক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কথা কয় নাই; কিন্তু আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্তা হইয়া স্থির কর্ণে শ্রবণ করিয়াছে। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে; কিন্তু অন্যদিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকে নাই। আবার, প্রস্থানকালে, কয়েক পদমাত্র গমন করিয়া, কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল, চলিতে পারি না এই বলিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল; আর কুরবকশাখায় বল্কল

১। নিধান—রত্ন। ২। কুলশ্রেষ্ঠ; আশ্রমের সর্ব্বপ্রধান মুনি।
৩। লজ্জাশীলা।

লাগিয়াছে, এই বলিয়া বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ সকল অনুরাগের লক্ষণ বই আর কি হইতে পারে? মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তবে তোমার মনোরথসিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। ভাগ্যক্রমে, তপোবন তোমার উপবন হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন বয়স্য! কোন কোন তপস্বীরা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। বল দেখি, এখন কি ছলে কিছু দিন তপোবনে থাকি। মাধব্য কহিলেন কেন, অন্য ছলের প্রয়োজন কি? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়া তপস্বীদিগকে বল আমি রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়াছি; যাবৎ তোমরা রাজস্ব না দিবে, তাবৎ আমি তপোবনে থাকিব। রাজা কহিলেন তপস্বীরা সামান্য প্রজার ন্যায় রাজস্ব দেন না; তাঁহারা অন্যবিধ রাজস্ব দিয়া থাকেন। তাঁহারা যে রাজস্ব দেন তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও প্রার্থনীয়। দেখ, সামান্য প্রজারা রাজাদিগকে যে রাজস্ব দেয় তাহা বিনশ্বর;[১] কিন্তু তপস্বীরা তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা ও মাধব্য উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া কহিল মহারাজ! তপোবন হইতে দুই ঋষিকুমার আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন অবিলম্বে লইয়া আইস।

১। ধ্বংসশীল।

অনন্তর ঋষিকুমারেরা রাজসমীপে উপনীত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন তপস্বীরা কি আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি। ঋষিকুমারেরা কহিলেন মহারাজ! আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া, তপস্বীরা মহারাজকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই, এই নিমিত্ত নিশাচরেরা[১] যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইতেছে; অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনাকে এই স্থানে থাকিয়া তপোবনের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন তপস্বী-দিগের এই আদেশে অনুগৃহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত[২]। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তর, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, ঋষি-কুমারদিগকে কহিলেন আপনারা প্রস্থান করুন; আমি যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। ঋসিকুমারেরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! না হইবেক কেন? আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই ব্যবহার তাহার উপযুক্তই বটে। বিপদ্গ্রস্তকে অভয়দান পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত।

এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ঋষিকুমারেরা প্রস্থান

১। রাক্ষসেরা। ২। গলাধাক্কা।

করিলে পর, রাজা মাধব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! যদি তোমার শকুন্তলাদর্শনে কৌতূহল থাকে, আমার সমভিব্যাহারে চল। মাধব্য কহিলেন তোমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া দেখিতে অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে নিশাচরের নাম শুনিয়া সে অভিলাষ এক বারেই গিয়াছে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ভয় কি? আমার নিকটে থাকিবে। মাধব্য কহিলেন তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক? এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে দ্বারপাল আসিয়া কহিল মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়। কিন্তু বৃদ্ধা মহিষীর বার্ত্তা লইয়া করভক এই মাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন অবিলম্বে উহারে আমার নিকটে লইয়া আইস। অনন্তর করভক রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! বৃদ্ধা দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক ব্রত আছে; সেই দিবস মহারজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

রাজা, এদিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, ও দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয়, কি করি; বলিয়া, নিতান্ত ভাবিত হইলেন। মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন কেন, ত্রিশঙ্কুর[১] মত মধ্যস্থলে থাক। রাজা কহিলেন বয়স্য!

১। ত্রিশঙ্কু স্বনামখ্যাত রাজা বিশেষ; বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রেরা এই নরপতির সশরীরে স্বর্গ গমনের আশা বিফল করিলে, ইনি বিশ্বামিত্রের

এ পরিহাসের সময় নয়; সত্য সত্যই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি; কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পরে কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন সখে! মা তোমাকে পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছেন; তুমি রাজধানী ফিরিয়া যাও এবং যাইয়া জননীর পুত্রকার্য্য সম্পাদন কর। তাঁহাকে কহিবে তপস্বীদিগের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, এজন্য যাইতে পারিলাম না। মাধব্য, ভাল, আমি চলিলাম কিন্তু তুমি যেন আমাকে নিশাচরভয়ে কাতর মনে করিও না। এই বলিয়া কহিলেন এখন আমি রাজার অনুজ হইলাম; অতএব রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে তপোবনের উৎপীড়ন হইতে পারে; অতএব সমুদয় অনুচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন তাহা হইলে আজি আমি যুবরাজ হইলাম।

এইরূপে মাধব্যের রাজধানীপ্রতিগমন নির্দ্ধারিত হইলে, রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ অতি চপলস্বভাব, হয় ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রচার করিবেক। এখন কি করি; অথবা এইরূপ কহিয়া বিদায় করি। এই বলিয়া মাধব্যের হস্তে ধরিয়া কহিলেন বয়স্য!

শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার তপঃ প্রভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থান করেন।

ঋষিরা কয়েক দিনের জন্যে তপোবনে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন ; এই নিমিত্ত রহিলাম ; নতুবা যথার্থই আমি শকুন্তলালাভে অভিলাষী হইয়াছি এমন নয়। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি সে সমস্তই পরিহাসমাত্র, তুমি যেন যথার্থ ভাবিয়া একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন তার সন্দেহ কি ; আমি এক বারও তোমার ঐ সকল কথা যথার্থ ভাবি নাই।

অনন্তর রাজা তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্ননিবারণার্থে তপো-বনে প্রবেশ করিলেন এবং মাধব্যও যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমুদয় অনুযাত্রিকগণ[১] সঙ্গে লইয়া রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

১। সমভিব্যাহারী লোকগণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া, তপস্বিকার্য্যানুরোধে তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিবস যামিনী কেবল শকুন্তলা চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন ও দুর্ব্বল এবং সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোন বিষয়েই তাঁহার মনের সুখ ছিল না। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইব, নিয়ত এই অনুধ্যান ও এই অনুসন্ধান। কিন্তু পাছে তপোবনবাসীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন এই আশঙ্কায় সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন।

এক দিন মধ্যাহ্ন কালে একাকী নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে আর আমার প্রাণধারণের উপায় নাই। কিন্তু, তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমাকে রাজধানীগমনের অনুমতি করিবেন তখন আমার দশা কি হইবেক? কিরূপে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন কোথায় গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। বোধ করি, শকুন্তলা মালিনীতীরবর্ত্তী শীতল লতামণ্ডপে[১] আতপকাল[২] অতিবাহিত

১। লতাবেষ্টিতা মণ্ডপে অর্থাৎ কুঞ্জবনে।

২। আতপ—রৌদ্র, এখানে, গরমের সময়।

করিতেছেন; সেই খানে যাই, প্রিয়াকে দেখিতে পাইব। এই বলিয়াই একাকী গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে সেই লতা-মণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে শকুন্তলাও, রাজদর্শনদিবসাবধি দুঃসহ বিরহ-যাতনায় সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থার কোন অংশে কোন প্রভেদ ছিল না। সে দিবস শকুন্তলা অত্যন্ত অসুস্থ হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে মালিনীতীরবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে লইয়া গেলেন এবং তন্মধ্যবর্ত্তী শীতল শিলাতলে নব পল্লব ও জলার্দ্র পদ্মপত্র প্রভৃতি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করাইয়া অশেষ প্রকারে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, ক্রমে ক্রমে সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন শকুন্তলা তথায় আছেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, লতার অন্তরাল হইতে শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন আঃ! আমার নয়নযুগল শীতল হইল, প্রাণপ্রিয়াকে দেখিলাম। অনন্তর, তিন সখীতে মিলিয়া কি কথোপকথন করিতেছে লতাবলয়ে[১] ব্যবহিত[২] হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি, এই বলিয়া উৎসুক মনে শ্রবণ ও সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

১। লতামণ্ডলে। ২। আচ্ছাদিত।

এখানে, শকুন্তলার শরীরতাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শীতল জলার্দ্র নলিনীদল লইয়া কিয়ৎ ক্ষণ বায়ুসঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সখি শকুন্তলে! কেমন, নলিনীদলবায়ু তোমার সুখজনক বোধ হইতেছে? শকুন্তলা কহিলেন সখি! তোমরা কি বাতাস করিতেছ? উভয়ে শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা দুষ্যন্ত-চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন। রাজা শুনিয়া ও শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহাকে অত্যন্ত অসুস্থশরীরা দেখিতেছি। কিন্তু কি কারণে অসুস্থা হইয়াছে? কি গ্রীষ্ম দোষেই ইহার এরূপ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে ইহারও তাহাই। অথবা এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্যক নাই। গ্রীষ্মদোষে কামিনীগণের এরূপ অবস্থা কোন মতেই সম্ভাবিত নয়।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন সখি! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধিই শকুন্তলা কেমন একপ্রকার হইয়াছে; ঐ কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে নাই? অনসূয়া কহিলেন সখি! আমারও ঐ আশঙ্কাই হয়; ভাল জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! তোমার শরীরের সন্তাপ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অতএব আমরা

তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। শকুন্তলা কহিলেন সখি! কি বলিবে বল। তখন অনসূয়া কহিলেন সখি! তোমার মনের কথা কি, আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না; কিন্তু ইতিহাসকথায় বিরহীদিগের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত অসুখ হইয়াছে, বল। প্রকৃত রূপে রোগনির্ণয় না হইলে প্রতীকারচেষ্টা হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন সখি! আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, এখন বলিতে পারিব না। প্রিয়ংবদা কহিলেন অনসূয়া ভালই বলিতেছে। কেন আপনার মনের বেদনা গোপন করিয়া রাখ। দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছ। দেখ, তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা অন্তরাল হইতে শুনিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে, শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু কি চমৎকার! এ অবস্থাতে দেখিয়াও আমার মনের ও নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইতেছে।

শকুন্তলা, মনের ব্যথা আর গোপন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন সখি! যদি তোমাদের কাছে না বলিব আর কার কাছেই বলিব; কিন্তু মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া তোমাদিগকে

কেবল দুঃখভাগিনী করিব। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! এই নিমিত্তই ত আমরা এত জিদ্ করিতেছি; তুমি কি জান না আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

এই সময়ে রাজা শঙ্কিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছে তখন অবশ্যই এ আপন মনের বেদনা ব্যক্ত করিবে। প্রথমদর্শনদিবসে প্রস্থানকালে সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া, অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিল, তথাপি এখন কি কহিবে এই ভয়ে কাতর হইতেছি।

শকুন্তলা কহিলেন সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি—এই মাত্র কহিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন সখি! বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা কি? তখন শকুন্তলা কহিলেন সেই অবধি তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া বিষণ্ণ বদনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ; অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?

রাজা শুনিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন যা শুনিবার তা শুনিলাম; এতদ্দিনের পর আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল।

শকুন্তলা কহিলেন সখি! আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না; এখন প্রাণত্যাগ হইলেই পরিত্রাণ হয়। প্রিয়ংবদা, শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শকুন্তলার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন সখি! আর ইহাকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই। আমার মতে আর কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে, ত্বরায় কোন উপায় করা আবশ্যক। তখন অনসূয়া কহিলেন সখি! যাহাতে অবিলম্বে অথচ গোপনে শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয় এমন কি উপায় বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! গোপনের জন্যেই ভাবনা, অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয়। অনসূয়া কহিলেন কেন বল দেখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন কেন, তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ষিও, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছেন?

রাজা শুনিয়া স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন যথার্থই এরূপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর অন্তরতাপে তাপিত হইয়া আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং দুর্ব্বল ও কৃশও যৎপরোনাস্তি হইয়াছি।

প্রিয়ংবদা কহিলেন অনসূয়ে! শকুন্তলার প্রণয়পত্রিকা করা যাউক; সেই পত্রিকা আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া

নির্ম্মাল্যচ্ছলে[১] রাজর্ষির হস্তে দিয়া আসিব। অনসূয়া কহিলেন সখি! এ অতি উত্তম পরামর্শ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে। শকুন্তলা কহিলেন সখি! আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হয় তাই কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; মনোমত এক পত্রিকা রচনা কর। শকুন্তলা কহিলেন সখি! পত্রিকা রচনা করিতেছি; কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন সুন্দরি! তুমি যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ সে এই তোমার সমাগমের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নেরই অন্বেষণ সকলে করিয়া থাকে।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া কহিলেন অয়ি আত্মগুণাবমানিনি[২] কোন্ ব্যক্তি আতপত্র[৩] দ্বারা শরৎকালীন জ্যোৎস্নার নিবারণ করিয়া থাকে? শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্রিকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন সখি! রচনা স্থির করিয়াছি; কিন্তু

১। দেব নিবেদিত পুষ্পচ্ছলে।

২। যে নিজগুণকে অবজ্ঞা করে। ৩। ছত্র।

লিখনসামগ্রী কিছুই নাই, কিসে লিখি বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন কেন এই পদ্মপত্রে লিখ।

লিখন সমাপন করিয়া শকুন্তলা সখীদিগকে কহিলেন ভাল, শুন দেখি সঙ্গত[১] হয়েছে কি না। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন, "হে নির্দ্দয় তোমার মন আমি জানি না; কিন্তু আমি তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি।" রাজা এই মাত্র শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি! তুমি সন্তাপিত হইতেছ যথার্থ বটে, কিন্তু বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি এক বারে দগ্ধ হইতেছি। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, সহসা রাজাকে সমাগত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি হর্ষিত হইলেন এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পরম সমাদরে স্বাগত[২] জিজ্ঞাসা করিয়া, বসিবার সংবর্দ্ধনা[৩] করিলেন। শকুন্তলাও, অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন রাজা শকুন্তলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন সুন্দরি! গাত্রোত্থান করিবার প্রয়োজন নাই; তোমার দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ সংবর্দ্ধনা লাভ হইয়াছে। দেখ,

---

১। যুক্তিযুক্ত।
২। কুশল প্রশ্ন।
৩। সম্মাননা।

তোমার শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোন মতেই শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সখীরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় অত্যন্ত জড়ীভূতা হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে হৃদয়! যাঁর জন্যে তত উতলা হইয়াছিলে এখন তাঁহাকে দেখিয়া এত কাতর হইতেছ কেন? রাজা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন আজি আমি তোমাদের সখীকে অতিশয় অসুস্থা দেখিতেছি। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন সুস্থ হইবেন। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন।

অনসূয়া কহিলেন মহারাজ! শুনিতে পাই রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে, কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না। অতএব আমরা যেন সখীর নিমিত্ত অবশেষে মনোদুঃখ না পাই। রাজা কহিলেন যথার্থ বটে রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে; কিন্তু আমি অকপট হৃদয়ে কহিতেছি তোমাদের সখীই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হইবেন। তখন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! এক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তলা কহিলেন সখি! আমরা মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কত কথা কহিয়াছি; ক্ষমা প্রার্থনা কর। সখীরা হাস্যমুখে কহিলেন যে কহিয়াছে সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, অন্যের কি দায়। তখন শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! যদি কিছু কহিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন;

পরোক্ষে[১] কে কি না বলে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা, লতামণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন অনসূয়ে! মৃগশাবকটি উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে; বোধ করি আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে; আমি উহাকে উহার মার কাছে দিয়া আসি। তখন অনসূয়া কহিলেন সখি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহাকে ধরিতে পারিবে না, চল আমিও যাই। এই বলিয়া উভয়েই প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন সখি! তোমরা দুজনেই আমাকে ফেলিয়া চলিলে, আমি এখানে একাকিনী রহিলাম। তাঁহারা কহিলেন সখি! একাকিনী কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকটে রাখিয়া গেলাম। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে উভয়ে লতামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

উভয়ে প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীরা চলিয়া গেল! এই বলিয়া, উৎকণ্ঠিতার[২] ন্যায় হইলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! সখীদের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? আমি তোমার সখীস্থানে রহিয়াছি, যখন

১। অসাক্ষাতে।

২। সঙ্কেত স্থানে অবস্থিতা যে নায়িকা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নায়কের আগমন না হওয়াতে, উদ্বিগ্না হয় তাহাকে উৎকণ্ঠিতা বলে।

যে আজ্ঞা করিবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! আপনি অতি মান্য ব্যক্তি, এ দুঃখিনীকে অকারণে অপরাধিনী করেন কেন? এই বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া গমনোন্মুখী হইলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! এ কি কর; একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল অতি উত্তাপের সময়; এমন অবস্থায় এমন সময়ে লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। এই বলিয়া হস্তে ধরিয়া নিবারণ করিলেন। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সখীদের নিকটে যাই; তুমি জান না আমি আপনার বশ নই। রাজা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, দৈবের[১] তিরস্কার করিতেছি। রাজা কহিলেন দৈবের তিরস্কার কেন কর? দৈবের অপরাধ কি? শকুন্তলা কহিলেন দৈবের তিরস্কার শত বার করিব; সে আমাকে পরের অধীন করিয়া পরের গুণে মোহিত করে কেন?

এই বলিয়া শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা পুনরায় শকুন্তলার হস্তে ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! কি কর, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করিতেছেন।

---

১ অদৃষ্টের।

তখন রাজা কহিলেন সুন্দরি! তুমি গুরু জনের ভয় করিতেছ কেন? ভগবান্ কণ্ব কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। শত শত ঋষিকন্যারা গান্ধর্ব্ব বিধান[১] দ্বারা আপনাদিগকে অনুরূপ পাত্রের হস্তগতা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের গুরুজনেরাও পরিশেষে সবিশেষ অবগত হইয়া সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা, মহারাজ! এই সম্ভাষণমাত্রপরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবেন না এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহা শুনিয়া আর আমার পা উঠিতেছে না। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া ইহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া লতাবিতানে[২] আবৃত-শরীরা হইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন।

রাজা, একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানি না; কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্দ্দয়া হইয়া আমাকে এক বারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি বড় কঠিন। পরে, কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন আর

১। বিবাহ বিশেষ; এই প্রকার বিবাহে বর ও কন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরের পাণিগ্রহণ করে।

২। লতা সমূহে।

প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি ফল? এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া যান, এমন সময়ে শকুন্তলার মৃণালবলয় ভূতলে পতিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন এবং পরম সমাদরে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া, কৃতার্থম্মন্য[১] চিত্তে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয় অচেতন হইয়াও এই দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখশান্তি করিলেক; কিন্তু তুমি তাহা করিলে না। শকুন্তলা, আর ইহা শুনিয়া বিলম্ব করিতে পারি না; কিন্তু কি বলিয়াই যাই; অথবা, এই মৃণালবলয়ের ছলেই যাই; এই বলিয়া পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শনমাত্র হর্ষসাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন এই যে আমার প্রাণেশ্বরী আসিয়াছেন, বুঝিলাম দেবতারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনর্ব্বার প্রিয়াকে দেখিতে পাইলাম। চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপ্রার্থনা করিল, অমনি নব জলধর হইতে সুশীতল জলধারা তাহার মুখে নিপতিত হইল।

শকুন্তলা রাজার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন মহারাজ! অর্দ্ধ পথে স্মরণ হওয়াতে, আমি এই মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি, আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন যদি তুমি আমাকে যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তোমার মৃণাল-

---

১। যে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে।

বলয় তোমাকে ফিরিয়া দি, নতুবা দিব না! শকুন্তলা অগত্যা সম্মতা হইলেন। রাজা কহিলেন এস এই শিলাতলে বসিয়া পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা শকুন্তলার হস্ত লইয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। শকুন্তলাও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জড়প্রায়া হইয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র![১] সত্বর হও সত্বর হও। রাজা আর্য্যপুত্রসম্ভাষণ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই আর্য্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে। বুঝি আমার মনোরথ সম্পন্ন হইল। অনন্তর শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি! মৃণালবলয়ের সন্ধি[২] সম্যক্ সংশ্লিষ্ট[৩] হইতেছে না; যদি তোমার মত হয়, অন্য প্রকারে সঙ্ঘটন করিয়া পরাই। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন তোমার যা অভিরুচি।

অনন্তর রাজা নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিয়া কহিলেন সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন দেখিব কি, কর্ণোৎপলরেণু[৪] আমার নয়নে নিপতিত হইয়াছে, দেখিতে পাই না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন যদি তোমার

১। পূর্ব্বে ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা পতিকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

২। মিলন স্থান। ৩। মিলিত।

৪। কর্ণের আভরণ স্বরূপ পদ্মের রেণু (গুঁড়া)।

মত হয় ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই বটে; কিন্তু তোমাকে অত দূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন সুন্দরি! অবিশ্বাসের বিষয় কি, নূতন ভৃত্য কখন প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন ঐ অতি-ভক্তিই চোরের লক্ষণ। অনন্তর রাজা শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া তাঁহার মুখকমল উত্তোলন করিলেন। শকুন্তলা শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! শঙ্কা কি। এই বলিয়া শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শকুন্তলা কহিলেন, আর তোমার পরিশ্রম করিতে হইবেক না; আমার নয়ন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে; আর কোন অসুখ নাই। মহারাজ! তুমি আমার এত উপকার করিলে, আমি তোমার কোন প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না; এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার চাই? আমি যে তোমার সুরভি[১] মুখকমলের আঘ্রাণ লাভ করিয়াছি তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে। মধুকর কমলের আঘ্রাণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা কহিলেন সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে।

১ সুগন্ধি ও মনোরম।

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে "চক্রবাকবধু![1] রজনী উপস্থিত, এই সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও" এই শব্দ শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শকুন্তলা, এই কথায় সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ! আমার পিতৃষ্বসা আর্য্যা গোতমী, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিতেছেন। এই নিমিত্তই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চক্রবাক চক্রবাকীচ্ছলে আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে নির্গত ও অন্তর্হিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম যেন পুনর্ব্বার দেখা হয়, এই বলিয়া লতাবিতানে[2] ব্যবহিত হইয়া শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গোতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! শুনিলাম আজি তোমার বড় অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন হাঁ পিসি! আজি বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গোতমী

১। চক্রবাক—পক্ষীবিশেষ। কথিত আছে, চক্রবাকমিথুন দিবসে একত্র থাকে, রাত্রে পরস্পর বিভিন্ন হইয়া বিরহে কালযাপন করে।

২। লতাসমূহে।

কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব্ব শরীরে সেচন করিয়া, কহিলেন বাছা! সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা কাহাকেও সন্নিহিত[১] না দেখিয়া, কহিলেন এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই! শকুন্তলা কহিলেন না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকট ছিল; এই মাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গোতমী কহিলেন বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ন হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

১। নিকটবর্ত্তী।

চতুর্থ অঙ্ক।

এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইল। পরিশেষে রাজা, গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহ[১] সমাধান পূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া, নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

রাজা প্রস্থান করিলে পর, একদিন অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন সখি! শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিবাহদ্বারা আপন অনুরূপ পতি লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু আমার এই ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী-দিগের সমাগমে শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! সে সন্দেহ করিও না; তেমন আকৃতি কখন গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমার আর এক ভাবনা হইতেছে, না জানি, পিতা আসিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কি বলেন। অনসূয়া কহিলেন সখি! আমার বোধ হইতেছে, তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কার্য্য হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথমাবধিই এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন গুণবান্ পাত্রে কন্যাপ্রদান করিব। যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য্য হইলেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষের বিষয় কি। উভয়ে এইরূপ কথোপ-

---

১। বিবাহ।

কথন করিতে করিতে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শকুন্তলা অতিথিপরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিয়া একাকিনী কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা আছেন। দৈবযোগে দুর্ব্বাসা[১] ঋষি আসিয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন আমি অতিথি। শকুন্তলা রাজার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন সুতরাং দুর্ব্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা অবজ্ঞাদর্শনে[২] রোষপরবশ হইয়া কহিলেন আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অপমান করিলি। তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলি—আমি অভিশাপ দিতেছি—তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল। শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা কোন পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা ইহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখ শাপ দিয়া রোষভরে সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর

১। অত্রিমুনির পুত্র; অনসূয়ার গর্ভে শিবের অংশজাত মুনিবিশেষ।

২। অনাদর দেখিয়া।

কি হইবে বল। শীঘ্র গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন; আমিও এই অবকাশে কুটীরে গিয়া পাদ্য[১] অর্ঘ্য[২] প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। অনসূয়া কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়া কুটীরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা পথিমধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন সখি! জান ত, তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত কুটিলহৃদয়, তিনি কি কাহারও অনুনয় শুনেন। তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম নিতান্তই ফিরিবেন না তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম ভগবন্! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে? কৃপা করিয়া তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। তখন তিনি কহিলেন আমি যাহা কহিয়াছি, অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোন অভিজ্ঞান[৩] দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক; এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন ভাল, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজর্ষি প্রস্থানকালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপমোচনের উপায় রহিয়াছে।

১। পাদ প্রক্ষালনার্থ জল।

২। পূজ্য ব্যক্তির পূজার জন্য দূর্ব্বা, পুষ্প, চন্দন ও আতপতণ্ডুল প্রভৃতি মিশ্রিত জল।

৩। স্মৃতিকারক চিহ্ন।

রাজা যদিই বিস্মৃত হন, তাঁহার সেই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইলেই স্মরণ হইবে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণে উভয়ে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শকুন্তলা, করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া, স্পন্দহীনা, মুদিতনয়না, চিত্রার্পিতের ন্যায়, উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতি-চিন্তায় মগ্ন হইয়া এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের[১] তত্ত্বাবধান করিতে পারে? অনসূয়া কহিলেন সখি! এই বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনেই থাকুক, কোন মতেই কর্ণান্তর করা হইবেক না; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ জলে নবমালিকা সেচন করে?

কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হোম-কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, "মহর্ষে! রাজা দুষ্যন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন।" মহর্ষি

১। গৃহাগতের।

এইরূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না ; বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমার পরম সৌভাগ্য যে শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর প্রফুল্ল বদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন বৎসে! তোমার পরিণয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং অদ্যই দুই শিষ্য ও গোতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমাকে ভর্তৃসন্নিধানে[১] পাঠাইয়া দিতেছি। অনন্তর তদীয় আদেশক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গোতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষাসমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত

১। পতির নিকটে।

হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু! পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কাল-হরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন তোমরা সকলে অনু-মতি কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরু-জনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ এরূপ নহে; তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইতেছে দেখ। দেখ! সচেতন জীবমাত্রেই নিরা-নন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাই-

তেছে; ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিল কোকিলাগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া বন-তোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে বল? এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হয়ে তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে!

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল? কণ্ব কহিলেন না বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক[১] আহরণ[২] করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমন রোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! আর আমার সঙ্গে এস কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থানেই, যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন

১। ধান্য বিশেষ।

২। সংগ্রহ।

তবে আইস এই ক্ষীরবৃক্ষের[১] ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে "আমরা বনবাসী, তপস্থায় কালযাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।"

কণ্ব, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ[২] নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি, কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী ব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না, স্বামী কার্কশ্যপ্রদর্শন[৩] করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী[৪] হইবে না, মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে

১। অশ্বত্থবৃক্ষের। ২। সম্বাদ।
৩। কার্কশ্য—নির্দ্দয়তা। ৪। বিরুদ্ধাচারিণী।

প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপা। ইহা কহিয়া বলিলেন দেখ, গোতমীই বা কি বলেন? গোতমী কহিলেন বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন বাছা! উনি যে গুলি বলিলেন সকল মনে রাখিও।

এই রূপে উপদেশপ্রদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন অনসূয়া প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গোতমী তোমার সঙ্গে যাবেন। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ্ স্বরে কহিলেন তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে, যে আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন বৎসে! সসাগরা

ধরিত্রীর[১] একাধিপতির মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহত-প্রভাব[২] স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত[৩] ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি সমভি-ব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী কহিলেন বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও যাইবার সময় বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয় বলিয়া লও, আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন সখি! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল? আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া

১। পৃথিবীর।

২। অব্যাহত প্রভাব (প্রতাপ); যে প্রতাপের কেহ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না।

৩। প্রতিষ্ঠিত; স্থিতি।

শকুন্তলা, গোতমী প্রভৃতির সমভিব্যাহারে, দুষ্মন্তরাজধানী-প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, এক দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।

পঞ্চম অঙ্ক।

এক দিন রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্য্যসমাধানান্তে একান্তে আসীন হইয়া, প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হংসপদিকা নামে এক পরিচারিণী সঙ্গীতশালায় অতি মধুর স্বরে এই ভাবের গান করিতে লাগিল "অহে মধুকর! অভিনব মধুব লোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয়প্রদর্শন করিয়া, এখন কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহাকে এক বারে বিস্মৃত হইলে কেন?"

হংসপদিকার গীত শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ[১] হইলেন। কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন, তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া মন এমন ব্যাকুল হইতেছে? প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ ব্যাকুলতা হয় না; কিন্তু প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা মনুষ্য, সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুটরূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

১। ব্যাকুল।

রাজা মনে মনে এই বিতর্ক করিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী[১] আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! ধর্ম্মারণ্যবাসী তপস্বীরা মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা তপস্বিনাম শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন শীঘ্র উপাধ্যায়[২] সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া, স্বয়ং সমভিব্যাহারে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইসেন। আমি ইত্যবকাশে তপস্বিদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ দান করিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া, রাজা অগ্নিগৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন? কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে? কি কোন দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন অত্যন্ত আকুল হইতেছে। তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মারণ্যবাসী ঋষিরা মহারাজের অধিকারে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাকুল চিত্তে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, এই হেতু প্রীত হইয়া মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

১। অন্তঃপুরের ক্লীব রক্ষক।

২। উপদেশক।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে অতিশয় প্রীত হইতে হয় ও অত্যন্ত প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ ফলিত হইলে ফলভরে অবনত হইয়া থাকে; বর্ষাকালীন জলধরগণ[১] বারিভরে নম্রভাবই অবলম্বন করে! সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে অনুদ্ধতস্বভাবই হইয়া থাকেন।

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গোতমীকে কহিলেন পিসি! আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন? গোতমী কহিলেন বৎসে! শঙ্কিতা হইও না; পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন। যাহা হউক, শকুন্তলা তদবধি মনে মনে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন।

১। মেঘসমূহ।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন? পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই! রাজা কহিলেন সে যাহা হউক, পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এ দিকে শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন? আর্য্যপুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসন-পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন, মুনিদিগের নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন মহারাজ! আপনি রক্ষা-কর্ত্তা থাকিতে ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্নসম্ভাবনা কোথায়? সূর্য্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মণ্য হইয়া কহিলেন অদ্য আমার রাজশব্দ সার্থক হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান কণ্বের কুশল? ঋষিরা কহিলেন হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্ব্বাংশেই কুশলী।

এই রূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা[১] পরিসমাপ্ত হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন আমাদিগের গুরু মহর্ষি কণ্বের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি কহিয়াছেন "আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি। আপনি সর্ব্বাংশে আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র। এক্ষণে আপনকার সহধর্ম্মিণী অন্তঃসত্ত্বা[২] হইয়াছেন, গ্রহণ করুন।" গোতমীও কহিলেন আর্য্য[৩]! আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলা আপন গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই। অতএব তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে?

শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে সাতিশয় শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্য্যপুত্র এখন কি বলেন। রাজা দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা এক বারে

১। সাধুব্যবহার (ভদ্রতা) সমূহ।

২। গর্ভবতী।

৩। মান্য ও সৎকুলোদ্ভব।

ম্রিয়মাণা[১] হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনি লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে পরিণীতা নারী যদিও অত্যন্ত সাধুশীলা হয়, তথাপি সে নিয়ত পিতৃকুলবাসিনী হইলে লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সে পতির অপ্রিয়া হইলেও, তাহার পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন কই আমি ত ইহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া বিষাদসমুদ্রে মগ্না হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব রাজার অস্বীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্ত্ততা আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে[২] নিয়োজিত করিয়াছেন অন্যে অন্যায় করিলে আপনাকে দণ্ড-বিধান করিতে হয়। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত[৩] কার্য্যের অপলাপে[৪] প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম-দ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজা কহিলেন আপনি আমাকে এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শার্ঙ্গরব কহিলেন

১। মৃতকল্পা।

২। ধর্ম্মরক্ষার্থে।

৩। কৃত।

৪। অস্বীকারে।

মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয় তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি কোনক্রমেই এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

এইরূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া, গোতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি, তাহা হইলেই মহারাজ তোমাকে চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না, বরং পূর্ব্বা-পেক্ষায় সমধিক সংশয়ারূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজা কহিলেন মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোন ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং কি প্রকারে ইঁহারে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি। বিশেষতঃ, ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায় কি সর্ব্বনাশ! একবারে পাণি-গ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া অশেষ সুখসম্ভোগে কালযাপন করিব বলিয়া যত আশা করিয়াছিলাম, সমুদয়

এককালে নির্ম্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন মহর্ষি কেমন সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন! আপনি তাঁহার অগোচরে তদীয় অনুমতি নিরপেক্ষ[১] হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে রোষ বা অসন্তোষপ্রদর্শন না করিয়া বরং সাতিশয় সন্তুষ্টই হইয়াছেন এবং কন্যাকে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যান[২] করিয়া এরূপ সদাশয় মহানুভাবের অবমাননা করা মহারাজের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করুন।

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি কহিলেন অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এক কথায় সকল বিষয়ের শেষ করিতেছি। এই বলিয়া শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার, বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ কহিলেন। এক্ষণে তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল এবং যাহাতে উঁহার প্রতীতি[৩] জন্মে এরূপ কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদুস্বরে কহিলেন যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়াছে,

---

১। অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া।

২। অস্বীকার।

৩। জ্ঞান।

তখন আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব। কিন্তু আত্মশোধন[১] আবশ্যক, এই নিমিত্ত কিছু বলিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র!—এই মাত্র কহিয়া কিয়ৎ কাল স্তব্ধ হইয়া ভাবিলেন, যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন আর আর্য্যপুত্র শব্দে সম্বোধন করা অবিধেয়। এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন পৌরব[২]! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে সেইরূপ অমায়িকতা দেখাইয়া ও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন ঋষিতনয়ে! যেমন বর্ষাকালীন নদী তীরতরুকে পতিত ও আপনার প্রবাহকেও[৩] পঙ্কিল করে, সেইরূপ তুমি আমাকেও পতিত ও আপন কুলকেও কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি তুমি যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া, পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোন অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার শঙ্কা দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন এ উত্তম কল্প[৪] কই কি অভিজ্ঞান দেখাইবে,

---

১। আপনার দোষ ক্ষালন।

২। পুরুবংশোদ্ভব।

৩। স্রোতকে।

৪। অভিপ্রায়।

দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে ব্যস্ত হইয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন ম্লানবদনা ও বিষাদসাগরে মগ্না হইয়া গোতমীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গোতমী কহিলেন বোধ হয়, আল্গা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "স্ত্রীজাতি অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি[১]" এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে ইহা তাহার এক উত্তম উদাহরণ।

রাজার এইরূপ ভাবদর্শনে ম্রিয়মানা হইয়া শকুন্তলা কহিলেন আমি দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ অঙ্গুরীয়-প্রদর্শন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলাম বটে; কিন্তু এমন কোন কথা বলিতেছি যাহা শুনিলে অবশ্যই তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইবেক। রাজা কহিলেন এক্ষণে শুনা আবশ্যক; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন মনে করিয়া দেখ, একদিন তুমি ও আমি দুজনে নবমালিকামণ্ডপে বসিয়া ছিলাম। তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙ্গা ছিল। রাজা কহিলেন ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক সেই স্থানে

১। অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি বিশিষ্টা।

উপস্থিত হইল। তুমি উহাকে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার নিকটে আসিল না। পরে আমি হস্তে করিলে, সে আসিয়া অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তোমরা দুজনেই জঙ্গলা, এজন্য ও তোমার নিকটে আসিল।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন কামিনীদিগের এই রূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্ত্র স্বরূপ। গোতমী শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন মহাভাগ[১] ! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিতা, প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানে না। রাজা কহিলেন তাপসবৃদ্ধে ! প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিক্ষা করিতে হয় না। মানুষের কথা কি কহিব, পশু পক্ষীদিগের মধ্যেও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকিলারা, কেমন প্রবঞ্চনা করিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করাইয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন অনার্য্য ![২] তুমি আপনি যেমন অন্যকেও সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন তাপসকন্যে ! দুষ্যন্ত

১। অতিশয় সৌভাগ্যশালীন্।

২। অভদ্র।

গোপনে কোন কার্য্য করে না। যখন যাহা করিয়াছে সমুদয়ই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী[১] করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব এই বিশ্বাস করিয়া, যখন আমি মধুমুখ পাষাণহৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এই ঘটিবেক ইহা অসম্ভব নহে। এই বলিয়া অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন না বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া করা বিধেয় নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত[২] হয়। শার্ঙ্গরবের এই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার উপর অকারণে এরূপ দোষারোপ করিতেছেন? শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই তাহার কথা অপ্রমাণ, আর যাহারা পরপ্রতারণাকে বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে তাহাদের

১। যে, আপনার ইচ্ছানুসারে আচরণ করে।

২। পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা অবধারি ।

কথাই প্রমাণ হইবে! তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবে? শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিত কলেবর হইয়া কহিলেন "নিপাত"।[১] রাজা কহিলেন পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে একথা অশ্রদ্ধেয়।

এই রূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া শারদ্বত কহিলেন শার্ঙ্গরব! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলে প্রয়োজন কি? আমরা গুরুনিয়োগ[২] অনুষ্ঠান[৩] করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই চল। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গোতমী, তিন জনে প্রস্থান করিলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতরবচনে কহিলেন ইনি ত আমার এই করিলেন; তোমরাও আমাকে ফেলিয়া চলিলে; আমার কি গতি হইবেক। এই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে। দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন; এখানে থাকিয়া আর

১। অধঃপতন। ২। গুরু আজ্ঞা। ৩। সম্পাদন।

কি করিবেক, বল? আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া সরোষ লোচনে মুখ ফিরাইয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন আঃ দুর্ব্বৃত্তে[১]! স্বাতন্ত্র্য[২] অবলম্বন করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থই সেইরূপ হও, তাহা হইলে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে; তাত কণ্ব আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর যদি তুমি মনে মনে আপনাকে পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব এই স্থানেই থাক, আমরা চলিলাম; এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে তপস্বীদিগকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া, রাজা শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি উঁহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? পুরুবংশীয়েরা জিতেন্দ্রিয়; তাহারা প্রাণান্তেও পরবণিতাপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না। দেখুন, চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনি পরকীয়া মহিলা আশঙ্কা করিয়া অধর্ম্মভয়ে শকুন্তলাপরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু ইহাও অসম্ভাবিত নহে আপনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত

১। পাপীয়সি! ২। স্বাধীনতা।

হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পাতকের[১] লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য বলুন। আমিই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীই মিথ্যা বলিতেছেন, এমন সন্দেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী হই।

পুরোহিত শুনিয়া কিয়ৎ ক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন ভাল মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন কি আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন এ কথা বলি কেন? সিদ্ধপুরুষেরা[২] কহিয়াছেন আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত[৩] হইবেন। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হন ইঁহাকে গ্রহণ করিবেন নতুবা ইঁহার পিতৃসমীপগমন স্থিরই রহিয়াছে। রাজা কহিলেন যাহা আপনাদিগের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন তবে আমি ইঁহাকে প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে লইয়া রাখি। পরে শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা,

---

১। পাপের।

২। কালত্রয়দর্শী ঋষিগণ।

৩। অনেক রাজা যাঁহাকে কর প্রদান করেন (সম্রাট্) এরূপ চিহ্নযুক্ত।

পৃথিবি! বিদীর্ণ হও আমি প্রবেশ করি, আর আমি এ প্রাণ রাখিব না, এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুন্তলার বিষয়ই একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল? কি হইল? বলিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রতিহারিণীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকুল বচনে কহিলেন, মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করিলে পর, সেই স্ত্রী আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে অপ্সরাতীর্থের নিকট আপন অদৃষ্টকে ভৎর্সনা করিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি এক জ্যোতিঃ-পদার্থ, স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন মহাশয়! যে বিষয় প্রত্যা-খ্যান করা গিয়াছে সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন কি? আপনি আপন আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন অতএব শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

নদীতে স্নান করিবার সময় রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। ভ্রষ্ট হইবামাত্র এক অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য, কয়েক দিবস পরে এক ধীবরের জালে পতিত হয়। ধীবর, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিবার মানসে ঐ মৎস্যকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করিয়া তদীয় উদর মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইল। অঙ্গুরীয় পাইয়া, পরম আহ্লাদিত চিত্তে, এক মণিকারের আপণে[১] বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর নিশ্চয় করিয়া নগরপালকে[২] সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসা করিল অরে বেটা চোর! তুই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি বল? ধীবর কহিল মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল তুই বেটা যদি চোর নহিস্, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোকে দান করিয়াছেন?

এই বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে, চৌকীদার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল

১। দোকানে।

২। নগর রক্ষককে।

অরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমাকে মার কেন? আমি কেমন করিয়া এই আঙ্‌টী পাইলাম বলিতেছি। এই বলিয়া কহিল আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল মর্ বেটা, আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসা করিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল বল? ধীবর কহিল আজি সকালে আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলাম তাহার উদর মধ্যে এই আঙ্‌টি ছিল। তার পর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আর আমি কিছুই জানি না। আমাকে মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন, আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল শুনিয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিল অঙ্গুরীয়ে আমিষ-গন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকীদারকে কহিল তুই এ বেটাকে এইখানে সাবধানে বসাইয়া রাখ্। আমি রাজবাটীতে গিয়া এই সকল ঘটনা রাজার গোচর করি। রাজা সকল শুনিয়া যেমন অনুমতি করেন। এই বলিয়া নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়া রাজভবনে গমন করিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া চৌকীদারকে কহিল অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নহে। অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি বিষয়ে যাহা কহিয়াছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে।

আর রাজা উহাকে অঙ্গুরীয়মূল্যের অনুরূপ এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিয়া ধীবরকে বিদায় করিল এবং চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত রাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শকুন্তলার পুনর্দ্দর্শন বিষয়ে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহার,বিহার ও রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা একবারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই ম্লান-বদনে কালযাপন করেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, কাহাকেও নিকটে আসিতে দেন না। কেবল প্রিয়-বয়স্য মাধব্য সর্ব্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত, নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে মাধব্য তাঁহাকে প্রমোদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বয়স্য! যদি তুমি তপোবনে যথার্থই শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে তবে তিনি উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিলে কেন? রাজা

শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন বয়স্য! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া শকুন্তলাবৃত্তান্ত একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমার কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া কতই দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, কতই অপমান করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর মাধব্যকে কহিলেন ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম; তোমাকে ত সমুদায় কহিয়াছিলাম, তুমি কেন কথাপ্রসঙ্গে কোন দিন শকুন্তলার কথা উত্থাপিত কর নাই? তুমি কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে?

তখন মাধব্য কহিলেন বয়স্য! আমার দোষ নাই। তুমি সমুদয় বলিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলে শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল কথা কহিলাম সমস্তই পরিহাসমাত্র,বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত নির্ব্বোধ, তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত আর সে কথা উত্থাপন করি নাই। বিশেষতঃ প্রত্যাখ্যানদিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না। থাকিলেও বরং, যাহা শুনিয়াছিলাম, বলিতাম। রাজা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া,

বাষ্পাকুলনয়নে গদ্গদ বচনে কহিলেন বয়স্য! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন; তখন মাধব্য কহিলেন বয়স্য! এরূপ শোকে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, সৎপুরুষেরা শোক মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত[১] জনেরাই শোক মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়েই বায়ুভরে বিচলিত হয় তবে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? তুমি গভীরস্বভাব, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ কর।

প্রিয় বয়স্যের প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন সখে! আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ নহি; কিন্তু মন আমার কোন ক্রমে প্রবোধ মানে না। কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া প্রস্থানকালে, অতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার হৃদয়ে বিষলিপ্ত[২] শল্যের[৩] ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেই সময়ে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ বিমোচন হইবেক না।

১। নীচ, অধম।

২। বিষাক্ত।　　৩। বাণের; শলাকার।

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাস-প্রদানার্থে কহিলেন বয়স্য! অত কাতর হইও না; কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার শকুন্তলার সহিত সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন বয়স্য! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও সে আশা করি না। আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। এ জন্মের মত আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। নতুবা, তৎকালে আমার তেমন দুর্বুদ্ধি ঘটিল কেন? মাধব্য কহিলেন বয়স্য! কোন বিষয়েই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের[১] কথা কে বলিতে পারে? দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনর্ব্বার তোমার হস্তে আসিবে, কাহার মনে ছিল।

ইহা শুনিয়া অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অঙ্গুরীয়! তুমিও আমার মত হতভাগ্য, নতুবা প্রিয়ার কমনীয় কোমল অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া, কি নিমিত্ত, পুনরায় সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে? মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তুমি কি উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে? রাজা কহিলেন রাজধানী প্রত্যাগমন কালে, প্রিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! কত দিনে আমাকে নিকটে লইয়া যাইবে? তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম প্রিয়ে!

১। ভবিষ্যতে যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহার।

তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটি অক্ষর গণিবে। গণনা সমাপ্ত হইতে না হইতেই আমার লোক আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে। প্রিয়ার নিকট সরলহৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু মোহান্ধ হইয়া এক বারেই বিস্মৃত হইয়া যাই।

তখন মাধব্য কহিলেন ভাল বয়স্য! এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল? রাজা কহিলেন শুনিয়াছি শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চল-প্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন হাঁ সম্ভব বটে, সলিলে মগ্ন হইলে রোহিত মৎস্যে গ্রাস করিয়াছিল। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন আমি এই অঙ্গুরীয়কে যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোর কি লাভ হইল বল্? অথবা তোরে তিরস্কার করা অন্যায়; কারণ অচেতন ব্যক্তি কখন গুণগ্রহণ করিতে পারে না; নতুবা আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিলাম? এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা কর।

রাজা শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন,

এমন সময়ে চতুরিকানাম্নী পরিচারিকা এক চিত্রফলক[১] আনয়ন করিল। রাজা চিত্তবিনোদনার্থে ঐ চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে কহিলেন বয়স্য! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্যপ্রদর্শন করিয়াছ! দেখিয়া কোনক্রমেই চিত্র বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ লাবণ্যের মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে[২] কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে! রাজা কহিলেন সখে! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই এই নিমিত্ত আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহাকে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে না। তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত হইয়াছে। এই বলিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন চতুরিকে! বর্ত্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস। অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যকে কহিলেন সখে! আমি স্বাদুশীতলনির্ম্মলজলপূর্ণ[৩] নদী পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায়[৪]

১। যাহার উপরে ছবি আঁকা যায়।

২। মুখপদ্মে।

৩। স্বাদু—সুস্বাদ।

৪। সূর্য্যকিরণে জল ভ্রমে।

পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যেরূপে হরিণগণকে তপোবনে সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনীতে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলাম সে সমুদয়ও চিত্রিত করিব; প্রথম দর্শনদিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে প্রতিহারী[১] আসিয়া রাজহস্তে একখানি পত্র সমর্পণ করিল। রাজা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পাঠ করিয়া এত বিষণ্ণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক বণিক্ সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত, অমাত্য[২] আমাকে তাহার সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়। নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং

১। দ্বারপাল।
২। মন্ত্রী।

বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জ্জিত অর্থ অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন আমার লোকান্তর[১] হইলে আমারও বংশ, নাম ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন বয়স্য! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দাও কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর আমার পুত্রমুখাবলোকনের আশা নাই।

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা, অপুত্রতানিবন্ধন শোক সংবরণ করিয়া, প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি ধনমিত্রের অনেক ভার্য্যা আছে, তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা থাকিতে পারেন, অমাত্যকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতিহারী কহিল মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর[২] কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা। শুনিয়াছি, শ্রেষ্ঠিকন্যা অন্তঃসত্ত্বা

১। মৃত্যু।

২। বণিক বিশেষের; শেঠের।

হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত পুনর্ব্বার শকুন্তলাসংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসনপরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসনপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমাকে আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কালনেমির[১] সন্তান দুর্জ্জয় নামে কতকগুলা দুর্দ্দান্ত দানব[২] দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় দিবসের নিমিত্ত, আপনাকে দেবলোকে গিয়া দুর্জ্জয় দানবদলের দমন করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন দেবরাজের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। পরে মাধব্যকে কহিলেন বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে

১। দানব বিশেষ, হিরণ্যকশিপুর পুত্র; দেবগণকে পরাজিত করিয়া নিজ দেহ চারি ভাগে বিভক্ত করত একাকী দেবগণের কার্য্য ভার গ্রহণ করেন। ইনি নারায়ণের হস্তে নিহত হন।

২। অসুর।

ব্যাপৃত হইলাম। আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তিনিই একাকী সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। এই বলিয়া সসজ্জ হইয়া, ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম অঙ্ক।

রাজা দানবজয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য্যসমাধানের পর, মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমনকালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখুন, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সংকার করেন, আমি আপনাকে সেই সংকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া, মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হই। মাতলি কহিলেন মহারাজ! ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত সংকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া লজ্জিত হন। দেবরাজও স্বকৃত সংকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় সঙ্কুচিত হন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিবেন না, বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সংকার করিয়া থাকেন তাহা মনোরথেরও অগোচর। দেখুন, সমাগত সর্ব্বদেব সমক্ষে, অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন মহারাজ! আপনি সময়ে সময়ে দানবজয় করিয়া দেবরাজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সংকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, আজি কালি মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপদ্রব

রহিয়াছে। রাজা কহিলেন আমি যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি সে দেবরাজেরই মহিমা। নিযুক্তেরা[১] প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া উঠে। যদি সূর্য্যদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন, তাহা হইলে অরুণ[২] কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন? তখন মাতলি অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন মহারাজ! বিনয় সদ্‌গুণের শোভাসম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বর্ত্তিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত হইয়া, কিয়ৎদূর আগমন করিয়া রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবরাজসারথে! ঐ যে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বত স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্ব্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন মহারাজ! ও হেমকূট[৩] পর্ব্বত, কিন্নর ও অপ্সরা-দিগের বাসভূমি, তপস্বীদিগের তপস্যাসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান; ভগবান্ কশ্যপ[৪] এই পর্ব্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন তবে আমি ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ[৫]

১। যাহাদের কোন কার্য্যে নিয়োগ করা যায়।

২। ইনি বিনতারগর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গরুড়ের জ্যেষ্ঠ। সূর্য্যদেব ইঁহাকে সারথিরূপে নিযুক্ত করেন।

৩। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত পর্ব্বত।

৪। মুনি বিশেষ; মরীচিরপুত্র, ব্রহ্মার পৌত্র এবং দেব, দৈত্য-প্রভৃতির পিতা।

৫। পূজনীয় ব্যক্তির দক্ষিণপার্শ্ব হইতে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন; বন্দনা

করিয়া যাইব। এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণ, চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। অতএব আপনি রথ স্থির করুন, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন দেবরাজসারথে! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অতিদূরবর্ত্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়ৎদূর গমন করিয়া, এক ঋষিকুমারকে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন? ঋষিকুমার কহিলেন তিনি এক্ষণে নিজপত্নী অদিতিকে[১] ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন মহারাজ! আপনি, এই অশোক বৃক্ষ মূলে অবস্থিত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করি। এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ

১। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী; ইন্দ্রাদি দেবগণ ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এজন্য ইনি দেবমাতা বলিয়া খ্যাত।

করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ? মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, "বৎস! এত দুর্ব্বৃত্ত[১] হও কেন" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ অবিনয়ের স্থান নহে। এই অরণ্যে যাবতীয় জীব জন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর সৌহার্দ্দে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না। এমন স্থানে কে দুর্ব্বৃত্ততা করিতেছে? যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।

রাজা, এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে এবং দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর বল প্রকাশ করিতেছে, সিংহশিশু অবিকৃতচিত্তে[২] সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর, কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে অবলোকন করিয়া,স্নেহরস পরিপূর্ণ চিত্তে

২। উদ্ধত।
১। অচঞ্চলমনে।

কহিতে লাগিলেন আপন ঔরসপুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয়া, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এদিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহাকে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমাকে জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহশাবকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন বৎস! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলানা দি।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কই কি

খেলানা দিবে দাও বলিয়া, হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদিগের সঙ্গে কোন খেলানা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক রুষ্ট হইয়া কহিল তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহাকে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন সখি! ও কথায় ভুলাবার ছেলে নয়। কুটীরে মাটির ময়ুর আছে শীঘ্র লইয়া আইস। তাপসী মৃণ্ময় ময়ুর আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন, এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহের আবির্ভাব হয় আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র,সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়! আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া,

তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সর্ব্ব শরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি দর্শন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব অথবা অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক কহিল এখনও ময়ূর দিলে না; তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহার হস্তগ্রহ[১] হইতে সিংহশিশুকে ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন এমন সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া, পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া, সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ? তখন তাপসী কহিলেন মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নহে। রাজা কহিলেন বালকের আকার প্রকার দেখিয়াই বোধ হইতেছে ঋষিকুমার

১। হস্তরূপ আপদ (দায়)।

নয়, কিন্তু এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগমসম্ভাবনা নাই, এইজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন পরের পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে তাহা বলা যায় না।

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অতিশয় শান্ত স্বভাব হইল ইহা দেখিয়া, এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, সেই বালককে ক্ষত্রিয় সন্তান নিশ্চয় করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন আমি যে বংশে জন্মিয়াছি ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা, প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক সুখভোগে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।

অনন্তর তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে। অতএব এই বালক কি সংযোগে

এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন ইহার জননী, অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ এই দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন আপনি জানেন এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্ত্তন করিবেক? রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলেই এক কালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক। অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অবিধেয়। আর, আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদন করিয়াছি তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়া, অবশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃণ্ময় ময়ূর আনয়ন

করিলেন এবং কহিলেন বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য[১] দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলাশব্দ শ্রবণ করিয়া, বালক কহিল কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমাকে পক্ষীর লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার আর কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃবৎসল।[২] শকুন্তলাবণ্যশব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার মাতার নাম শকুন্তলা।

সমুদয় শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহার জননীর নাম শকুন্তলা। কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া নামসাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আলোচনা করিতেছি। এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেক ক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এই

১। পক্ষীর চাক্‌চিক্য।

২। মাতৃস্নেহযুক্ত।

নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; লোচনযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, মা! ও কে, ওকে দেখিয়া তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদ্গদ বচনে কহিলেন বাছা! ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাজা মনের আবেগসংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই আমার সকল ঘটনা স্মরণ হইয়াছিল। তদবধি আমি কি অসুখে কালযাপন করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না।

আজি আমার কি সৌভাগ্যের দিন বলিতে পারি না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

এই বলিয়া উন্মূলিত[১] তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা আস্তেব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! উঠ, উঠ। তোমার দোষ কি; আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যান কালে তোমার লোচনদ্বয় হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার অশ্রু মোচন করিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল; দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল।

অনন্তর, দুঃখাবেগসংবরণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনর্ব্বার স্মরণ

১। সমূলে উৎপাটিত।

করিবে সে আশা ছিল না। অতএব কিরূপে আমি পুনরায় তোমর স্মৃতিপথে পতিত হইলাম ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমাকে যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে, আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উদয় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই। ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক। আর আমার উহা ধারণ করিতে সাহস হয় না।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মাতলি আসিয়া প্রফুল্লবদনে কহিলেন মহারাজ! এত দিনের পর আপনি যে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন প্রিয়ে! চল, আজি উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণদর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন আর্য্যপুত্র! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরু-

জনের নিকটে যাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দুষ্য নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া রাজা, শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্যপের নিকটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন ভগবান্ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। তখন সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ "বৎস! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ;[১] তোমাকে অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী[২] হও। উভয়কে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন ভগবন্! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া। আমি মহর্ষির তপোবনে মৃগয়াপ্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়া, গান্ধর্ব্ববিধানে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে ইনি যৎকালে রাজধানীতে উপস্থিত হন, তখন আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ

১। জয়ন্ত—ইন্দ্রের পুত্র। ২। শচী—দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী।

হইয়াছিল যে ইঁহাকে চিনিতে পারি নাই। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবেক এবং যাহাতে মহর্ষি কণ্ব আমার উপর ক্রোধ না করেন তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্রও অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যাননিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! রাজা তপোবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় মগ্না হইয়া কুটীরে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া ছিলে সুতরাং তাঁহার সৎকার বা সংবর্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি তাহাতে কুপিত হইয়া, তোমাকে এই শাপ দিয়া চলিয়া যান যে "তুমি যাহার চিন্তায় মগ্না হইয়া অতিথির অবমাননা করিলে সে কখনই তোমাকে স্মরণ করিবে না।"

তুমি সেই অভিশাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা শুনিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। তখন তিনি কহিলেন এ অভিশাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর রাজাকে কহিলেন বৎস! দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবেই তোমার স্মৃতি-ভ্রংশ হইয়াছিল, তাহাতেই তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয়বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞানদর্শনকে শাপবিমোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয়-দর্শনমাত্র শকুন্তলার বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া, রাজা কহিলেন ভগবন্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। নতুবা, আর্য্যপুত্র এমন সরলহৃদয় হইয়া, কেন আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? দুর্ব্বাসার শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যেই তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্নপূর্ব্বক আর্য্য-পুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজি ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে,

আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, ক্ষোভ থাকিত।

পরে, কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা[১] হইয়া উত্তরকালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তখন রাজা কহিলেন ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার[২] করিয়াছেন তখন ইহাতে কি না সম্ভব হইতে পারে? অদিতি কহিলেন অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদদানার্থ প্রেরণ করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক পত্নী পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরমসুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

১। স্বামী। ২। জাতকর্ম্মাদি।

সম্পূর্ণ।